শহীদ দিবস ও আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস

ড. নার্গিস আক্তার বানু

বছর ঘুরে ভাষা আন্দোলনের গৌরব ও বেদনার স্মৃতিবাহী ভাষা-শহীদদের মাস এলেই স্মৃতিপটে উজ্জ্ববিত হয়ে উঠে একুশের কথা, ভেসে উঠে শহীদ মিনারের প্রতিচ্ছবি এবং কানের মাঝে বাজতে শুরু করে 'আমার ভাইয়ের রক্ত রাংগানো' গানটি। প্রবাসে বসে একুশকে সেভাবে আর দেখতে না পেলেও শিরায় শিরায় প্রবাহমান একুশের চেতনা আমাদের জাতীয় জীবনের প্রতিটি সংকট লগ্নে উপলব্ধি করি। একুশ আমাদের সকল প্রকার অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ - তথা সকল গোত্রে বর্ণ-সম্প্রদায়ের মিলন, আবহমানকালের বাংলার শিল্প সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন ও বিকাশ, সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠাসহ সকল প্রকার আধিপত্যবাদের অবসান ঘটিয়ে ব্যক্তির সর্বাত্বক বিকাশের নিশ্চয়তা বিধান করতে শিক্ষা দিয়েছে। মূলত বলা যায়, একুশের মধ্য দিয়েই আমরা আমদের বিস্মৃত জাতিসত্বাকে খুজে পেয়েছি। বায়ান্নর রক্তাক্ত একুশের বিনিময়ে ১৯৫৬ সালে তদানিন্তন পাকিস্তানের সংবিধানে বাংলা ও উর্দ উভয়ই রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসেবে লিপিবদ্ধ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু ১৯৫৩ সাল থেকেই আমরা একুশের এই দিনটিতে শহীদদের স্মরন করে আসছি। এভাবে কেটে গেছে বেশকটি দশক। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এতগুলো দশক পার করে একুশের চেতনার লালন ও পরিপুষ্টতা কতখানি ঘটেছে? নাকি সেটি নিছক একটি স্মরণ দিবস যা প্রথাগতভাবে পালন করে আসছি। শুধু গান নয়, শুধু সাদা শুভ্র পরিধান নয়, শুধু খালি পায়ে হেটে চলা নয় - জাতির আর্থ-সামাজিক বৈষম্য ঘোচিয়ে, মৌলিক চাহিদা মিটিয়ে মানুষের পূর্ণাংগ বিকাশ হওয়ার মাঝেই রয়েছে একুশের পূর্ণতা।

একুশের পরিসীমানা আজ শুধু আমাদের দেশ ও জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। মাতৃভাষা রক্ষার মহান ব্রত নিয়ে একুশে যারা প্রাণ দিয়েছিল, সেই একুশ আজ স্থান করে নিয়েছে বিশ্ব দরবারে। জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠান "The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) -এর মূল উদ্দেশ্য হলো বিভিন্ন উদীয়মান এথ্নিক ইস্যুগুলোর উপর গবেষনা এবং আইডিয়াসমূহকে একটি মানদান করা। তারই অংশ হিসেবে UNESCO এর সৃষ্টি লগ্ন থেকে বিশ্বে প্রায় ৬০০টির মত ব্যবহৃত মাতৃভাষাকে সংরক্ষন, বিস্তৃতি, যথাযথ অনুশীলন, উন্নয়ন এবং বহুভাষাভিত্তিক শিক্ষাব্যাবস্থা মানুষের মনস্তাত্বিক ও সামাজিক গঠনে গুরুত্ব নিয়ে কাজ করে আসছিল। সেই কাজের ধারাবাহিকতায় UNESCO যখন তার সকল সদস্য দেশসমুহে আর্ন্তজাতিকভাবে মাতৃভাষার ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি যথোপযোগি পদক্ষেপের কথা ভাবছিল, সেই সময় ও সুযোগের বিন্দুমাত্র কালক্ষেপন না করে বাংলাদেশেরই কিছু বিচক্ষন কৃতি সন্তান আমদের মাতৃভাষা রক্ষার গৌরবোজ্জল ইতিহাসটি UNESCO-এর দৃষ্টিগোচরে আনে। আর তার সাথে জাতিসংঘে নিযুক্ত 'প্রধান তথ্য কর্মকর্তা' জনাব হাসান ফেরদৌস (বাংলাদেশী) সেই প্রস্তাবটি সঠিকভাবে মোভ কারার ক্ষেত্রে অনন্য ভূমিকা রাখেন। ফলশ্রুতিতে ১৯৯৯ সনের ১৭ নভেম্বর UNESCO এর ৩০তম সাধারন কনফারেন্সে প্রতি বছর ফেব্রুয়ারী মাসের একুশ তারিখে 'আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস' পালনের সিদ্ধান্ত হয়। তার পরের বছর অর্থাৎ ২০০০ সন থেকে বিশ্বের প্রায় ১৯৯ টিরও বেশী UNESCO- এর সদস্য দেশ "To promote linguistic and cultural diversity and multilingualism` উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে নানাবিধ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে।

আমাদের দেশের অনেকে সেটির সাথে আমাদের শহীদ দিবসকে গোলিয়ে ফেলেন। এই দুটোর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের মাঝে অনেক সাদৃশ্য থাকলেও বৈসাদৃশ্যও রয়েছে প্রচুর। আমাদের শহীদ দিবসের রয়েছে একটি গৌরবময় ইতিহাস যা আমাদেরকে অসাম্প্রদায়িক গনতান্ত্রিক চেতনা যোগায়, শহীদদের শ্রদ্ধা নিবেদনের মাধ্যমে শহীদদের প্রতি আমাদের ঋনের বোঝা কমিয়ে আনে, রক্তাক্ত রাজপথের কথা স্মৃতি চারনের মাধ্যমে আমরা আন্দোলিত হই, মুক্তির পথ খুজে পাই এবং ফিরিয়ে পাই উদ্যমতা ও কর্মস্পৃহা। অন্যদিকে 'আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস' বিশ্বব্যাপী নিজ নিজ দেশের বা জাতির ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে লালন, সংরক্ষন, বিস্তৃতি, অনুশীলন এবং উন্নয়নের লক্ষ্যে পালিত হয়। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের একুশের ইতিহাস নিয়ে কেউ কথা বলবে না, 'আমার ভাইয়ের রক্তে বাংগানো' গান গেয়ে গেয়ে কেউ শ্রদ্ধাঞ্জলী জানাবে না অমর শহীদদের। কেননা 'আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস' এর রেস্যুলেশনে এসব লেখা নেই কিংবা এসব পালনের নির্দেশনা নেই। আর যদি তাই হয়, একথা বুঝার অপেক্ষা রাখে না যে শুধুমাত্র 'আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস' পালনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য শেষ হয়ে যায় না। অর্থাৎ শহীদ দিবসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য পরবর্তি প্রজন্মের কাছে সঠিকভাবে তুলে ধরার জন্য এবং ভাষাসৈনিকদের আত্বত্যাগ ও একুশের চেতনাকে সমুন্নত রাখতে শহীদ দিবসের এবং শহীদ মিনারের বিকল্প নেই। আমার গর্ব এই যে পৃথিবীর বুকে আমরাই একমাত্র জাতি ও দেশ যারা জীবন দিয়ে মাতৃভাষা রক্ষা করে গেছে। তবে দুঃখ একটিই যখন দেখি শহীদদের এই আত্বত্যাগের দিবসটি বাংলা মাসে পালিত না হয়ে পালিত হচ্ছে অন্য ভাষার কেল্যান্ডারের দিবস অনুসরনে। সকল অন্যায় ও অত্যাচার ভুলে সবাই যেন সাম্যের গান গায়, মানুষের সেবা করে, সুষ্ঠু সংস্কৃতি ও কৃষ্টিচর্চায় মাতৃভাষার আরও বিকাশ সাধিত হোক - প্রবাস থেকে এই হলো আমার এবারের শহীদ দিবসের প্রার্থনা। সবশেষে শহীদদের প্রতি রইলো শ্রদ্ধা।